



জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন ও কিছু বক্তব্য

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি সংস্কৃতির উন্নয়নে একটি জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গঠন করিয়াছেন। এ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হইতেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের যে সমস্ত মাধ্যম রহিয়াছে সে মাধ্যমগুলির সংস্কৃতিগত নীতি নির্ধারণ। কমিশনে কাজ করার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাঁরা যথেষ্ট সম্মানিত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। বলাই হইতেছে দেশের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে এ কমিশন যে সুপারিশমালা রাখিবেন, তার উপর ভিত্তি করিয়াই সংস্কৃতির উন্নয়ন করা হইবে। উল্লেখ্য যে, এ কমিশনের কর্মপরিধিতে (টার্মস অব রেফারেন্স) বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের জাতি সত্তা, ধর্ম-বিশ্বাস ও আকাংক্ষার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইবে এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপকরণ

বিদেশ হইতে আনিতে হইবে, সেগুলির পরিচয় প্রদান করাই হইবে কমিশনের কাজ।

কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালা আমরা দেখিয়াছি। আমাদের স্পষ্ট অভিমত, কিছুসংখ্যক বাছাই করা লোকের নিকট ডাক মারফত প্রশ্নমালা প্রেরণ করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি নীতি নির্ধারণ করা যায় না।

তাছাড়া কমিশনে সকল পর্যায়ের সদস্য থাকা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। কমিশনে যারা আছেন তাঁদের ছাড়াও অনেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা বিশেষ অবদান রাখিতে পারেন।

তাঁদের উদ্দেশ্যেই প্রশ্নমালার ব্যাপক প্রচারের জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিত। এদিকে কমিশন কর্তৃক যে প্রশ্নমালা তৈরী করা

হইয়াছে তার বাইরেও প্রশ্ন হইতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নমালাতেই উত্তর দেওয়া আছে, শুধু টিক মার্ক করিলেই হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সংস্কৃতি কাকে

বলে? উত্তর দেওয়া হইয়াছে 'ঐতিহ্য, নির্ভরতা'। এ উত্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে মনে হয়, কমিশনের ইচ্ছাতে উত্তর দিতে হইবে। ইহা অযৌক্তিক।

যেহেতু এই কমিশন একটি জাতীয় কমিশন এবং জাতীয় সংস্কৃতির নীতি নির্ধারণ করাই ইহার দায়িত্ব, সেহেতু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এ কমিশনকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। সেই সাথে নতুন প্রশ্নমালা তৈরী করিয়া সকলের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—আবদুল ওহাব, ৭৬/১,
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।